দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..2 8 SEP 1987

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিভঙ্গকারীদের শাস্তি পাইতে হইবে —— ভিসি

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

৭৩ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে গতকাল শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ আয়োজিত ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান বলিয়াছেন, শিক্ষার স্বার্থে যে কোন-মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখিতে হইবে। তিনি বলেন, কোন ছাত্রের শাস্তি হউক, আমরা উহা চাই না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বিধি মানিয়া চলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

201

ভাইস চ্যান্সেলর

(১ম পৃঃ পর)

আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে চায়, এরূপ সকলকে শাস্তি পাইতে হইবে। সন্ত্রাস দমনে আমরা সকলেই একমত। সর্বস্তরের মানুষের এই সংহতিকে অবলম্বন করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য হলের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন, হলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। এখানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় থাকিলে ক্যাম্পাসে শান্তি আসিবে। সমাবেশে ১৪ ও ১৫ই জুলাই মুন্না, ছালিম ও আব্দুর রহিম নামে দুই জন ছাত্র ও ১ জন রিকসা চালকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া অশ্রু ভারাক্রান্ত ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে আসিয়া আর কোন সন্তান যাহাতে লাশে পরিণত না হয়, উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নির্ধারিত এই সমাবেশ শেষে জুলাইয়ের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে একটি বিরাট মৌন মিছিল বাহির করা হয়। একদল ছাত্র সমাবেশের শুরুতে নীরুসহ বহিষ্কৃত ১১ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে শ্লোগান দেয়। শোক মিছিলের পাশাপাশি একটি খণ্ড মিছিলও শ্লোগান সহকারে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে ভিসির বক্তৃতার শুরুতেই মাইকে গোলযোগের সূত্র ধরিয়া একদল ছাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং এক পর্যায়ে নীরুসহ ১১জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে শ্লোগান দিতে শুরু করে। উত্তেজিত ছাত্ররা মঞ্চের দিকে আগাইয়া যাওয়ার আগেই ভিসি বক্তৃতা শেষ করেন। এই সময় একটি ছাত্র সংগঠনের সভাপতিত্বে মাইকের সামনে গিয়া উত্তেজিত ছাত্রদের মৌন মিছিলে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাইতে দেখা যায়।

সমাবেশ শেষে ভিসি, প্রোভিসিকে সামনে লইয়া মৌন মিছিল সামনের দিকে আগাইতে থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশ নেয়। তবে উত্তেজিত ছাত্রের দলটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সরকার বিরোধীসহ ছাত্র বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাহারা লেকচার থিয়েটার ভবনের পাশে মূল মিছিলের সামনে গিয়া পড়ে এবং ভিসিকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহারা শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের ব্যানারটি হস্তগত করিয়া ভিসিকে লইয়া সামনের দিকে আগাইতে থাকে। এই সময় মূল মিছিলে প্রো-ভিসিসহ অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা থাকিয়া যান এবং মূল মিছিলটি খণ্ড মিছিল হইতে দূরত্ব রাখিয়া আগাইয়া থাকে। সংখ্যায় আনুমানিক একশত হইতে দেড় শত ছাত্রের এই মিছিলটি ভিসিকে সামনে লইয়া সূর্যসেন হল প্রশাসনিক ভবনের পাশ দিয়া আগাইতে থাকিলে উত্তেজিত ছাত্রদের ভিড়ে ভিসিকে অসহায়ের মত আগাইতে দেখা যায়। এই সময় ছাত্ররা 'আমরা সবাই নীরু হব' এই শ্লোগান দেয়।

মোহসীন হলের মাঠ সংলগ্ন গেটে মূল মিছিলের সহিত খণ্ড মিছিলটির যোগাযোগ ঘটিলে ভিসি মূল মিছিলে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। প্রো-ভিসি ডঃ এমাজউদ্দিনসহ অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাও খণ্ড মিছিলের দিকে আগাইতে থাকেন। মিছিলটি জহুরুল হক হল, এস,এম হল, শহীদ মিনার, কার্জন হল হইয়া ফিরতি পথে বাংলা একাডেমীর সামনে মূল মিছিলের সহিত মুখোমুখি হয়। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মূল মিছিলটি জহুরুল হক হল, এস, এম হল, শামছুন নাহার হল, টি,এস,সি হইয়া কার্জন হলের দিকে আগাইয়া যায়।

খণ্ড মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণের সময় মিছিলের পিছনে পিছনে একদল পুলিশ সর্বক্ষণ অনুসরণ করে। মূল মিছিল বাংলা একাডেমীর পাশে খণ্ড মিছিলটিকে পাশ কাটাইয়া কার্জন হল, শহীদ মিনার প্রদক্ষিণ শেষে সুশৃংখলভাবে প্রশাসনিক ভবনে গিয়া থামে। এসময় ভিসি ছাত্র-ছাত্রী ও সমবেত শিক্ষক-কর্মচারীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। পুলিশ এসময় প্রশাসনিক ভবনের পাশে প্রহরায় ছিল।